কলকাতার উচ্চ আদালতে

(দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ার)

বর্তমানঃ

সম্মানীয় ন্যায়বিচার সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১৭-এর এস এ ৯৮

২০১৭-এর সি এ এন ১

জগদম্বা সিং

বনাম

পবন কে. আর. তিওয়ারি এবং অন্যান্য

আপিলকারীর জন্যঃ	শ্রী মালয় ধর,আইনজীবী
	শ্রী অমরনাথ সেন,আইনজীবী
	শ্রী প্রণব কে. আর. ঘোষ,আইনজীবী
	শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার,আইনজীবী
১ নং উত্তরদাতার জন্যঃ	শ্রী কুশল চ্যাটার্জি,আইনজীবী
	শ্রী ওইশিক চ্যাটার্জি,আইনজীবী
২ নং উত্তরদাতার জন্যঃ	শ্রী এম. পি. গুপ্ত,আইনজীবী
	শ্রী ডি. কে. সাইলা,আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে;	১লা আগস্ট, ২০২৩
রায়;	২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩

<u>বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী, .:</u>

১. এই আপিলের চ্যালেঞ্জ হল ২০১০ সালের মালিকানা আপিল নং ১২৭-এ ১ম আদালতের বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (সিনিয়র ডিভিশন), হাওড়া কর্তৃক গৃহীত রায় এবং ফরমান , যার মাধ্যমে ২০১০ সালের মালিকানা মামলা নং ৪৮-এ বিদ্বান দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র ডিভিশন), ৩য় আদালত, হাওড়া কর্তৃক গৃহীত একতরফা রায় এবং ডিক্রি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. সুবিধার জন্য পক্ষগুলিকে বিজ্ঞ বিচার আদালতের সামনে সাজানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, হাওড়ার ১৬এ রাউন্ড ট্যাঙ্ক লেনে অবস্থিত স্টাইল মেসার্স রিষভ বিল্ডার্সের অফিসের অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিকাশের জন্য ব্যবসা পরিচালনার জন্য বাদী এবং বিবাদী নং ১ উইল অনুসারে একটি অংশীদারিত্বে প্রবেশ করেন, যার প্রত্যেকেরই ৪০:৪০:২০ ভাগের ভাগ ছিল। বিবাদী নং ১, সময়ে সময়ে ২০% শেয়ারধারী অংশীদারদের একজন হওয়ায়, ৭ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখে তার ২,৭৬,৮০৭/- টাকার প্রাপ্যতার বিপরীতে ৯,০৭,৩৭৮/- টাকা উত্তোলন করেছিলেন। ৭ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখে এবং ৭ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখে অংশীদারদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং বিবাদী নং ১ কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা অনুসারে, উক্ত অংশীদারিত্ব ব্যবসা ৭ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখে এবং ৭ই এপ্রিল থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

৪ এরপরেও বিবাদী অংশীদারদের মধ্যে একজনের মর্যাদা দাবি করতে শুরু করে যা বাদীদের ২০০৩ সালের ১৯৩ নং শিরোনাম মামলা দায়ের করতে পরিচালিত করে এই ঘোষণার জন্য যে বাদীরা ঋষভ বিল্ডার্স ফার্মের অংশীদার যাদের প্রত্যেকের ৫০ শতাংশ শেয়ার রয়েছে এবং আরও ঘোষণার জন্য যে ৭ই এপ্রিল, ২০০২ তারিখের প্রস্তাবটি বিবাদীকে বাধ্যতামূলক এবং স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্যফরমান নং ১ বিবাদীকে ফার্মে কোনও শেয়ার দাবি করা থেকে বিরত রাখে।

৫ বাদী পক্ষ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এই মামলাটির বিরোধিতা করে, যার ফলে অভিযোগপত্রে করা সমস্ত বস্তুগত অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পরে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত বাদীদের পক্ষে রায় এবং ফরমান পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিল।

৬ এটি আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে ২০০৩ সালের ১৯৩ নং টাইটেল স্যুটের রায় ঘোষণা এবং বাদীদের পক্ষে ফরমান এবং ২০০৪ সালের ৭৯ নং টাইটেল স্যুট খারিজ করার ফলস্বরূপ জগদংবা সিং, বিবাদী নং ১ দ্বারা দায়ের করা, বাদীরা বাদীদের অধীনে লাইসেন্সধারী হিসাবে দখল করা মামলা সম্পত্তি থেকে বিবাদীদের উচ্ছেদের জন্য ২০১০ সালের ৪৮ নং টাইটেল স্যুট হিসাবে মামলা দায়ের করেছিলেন কারণ তারা লাইসেন্স প্রত্যাহারের পর শান্তিপূর্ণ খালি দখল প্রদান করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৭. যাইহোক, মামলার সমন জারির পর আসামীরা সমন জারির পরিপ্রেক্ষিতেবিজ্ঞ বিচারিক আদালত উপস্থিত হয়নি এবং বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলার একপক্ষীয় শুনানি নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরে খুশি হয়েছিল। ১৬ই এপ্রিল, ২০১০ একপক্ষীয় যুক্তির জন্য স্থির করা হয়েছিল এবং ১৯শে এপ্রিল আদেশের জন্য আরও পোস্ট করা হয়েছিল।

৮. ১৯শে এপ্রিল জগদংবা সিং বাদী নং ১ বকালতনামা দাখিল করে আদালতে হাজির হন এবং বাদীকে অভিযোগের অনুলিপি সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন। বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ২৯শে এপ্রিল, ২০১০-এ আদেশের জন্য মামলাটি পোস্ট করে যখন বিবাদী নং ১ মামলা রেকর্ড পরিদর্শন করার জন্য আরেকটি আবেদন দায়ের করে এবং ৭ই মে, ২০১০ বাদী নং ১ দ্বারা দায়ের করা আবেদনের শুনানির জন্য নির্ধারিত হয় এবং বাদীকে অনুলিপি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৯. যেহেতু প্রিজাইডিং অফিসার ২০১০ সালের ৭ই এপ্রিল ছুটিতে ছিলেন, সেই একই শুনানির অধীনে ১২ই মে, ২০১০ তারিখে বিষয়টি পোস্ট করা হয়েছিল। ১২৮শে মে, বিবাদী আদালতের আদেশ অমান্য এবং মুলতুবির জন্য মামলাটি খারিজ করার জন্য বিজ্ঞ লর্ড বিচারিক আদালত দুটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। কিন্তু বিবাদী নং ১ কোনও লিখিত বিবৃতি বা অন্য কোনও আবেদন দায়ের করেননি যা নির্ধারিত তারিখে তার অনুপস্থিতির জন্য ভাল কারণ দেখায় এবং যে আদেশের মাধ্যমে মামলাটি একতরফা শুনানির জন্য পোস্ট করা হয়েছিল তা খালি করার জন্য।

১০। অতএব, বিজ্ঞ বিচার আদালত বিবাদী নং ১ এর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেন এবং মামলাটি ১৭ মে, ২০১০ তারিখে আদেশের জন্য দাখিল করেন। ১৭ মে, ২০১০ তারিখের আদেশে বিজ্ঞ বিচার আদালত মামলাটি নিষ্পত্তি করেন। মামলাটি বিবাদীদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে রায় প্রদান করা হয় এবং আসামীদের উপর আদেশ দেওয়া হয় যে তারা তারিখ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে বি১, বি২, বি৪ এবং ডি তফসিল সম্পত্তি সহ বি তফসিল সম্পত্তি ত্যাগ করে খালি করে দিন এবং বাদীর কাছে শান্তিপূর্ণ দখল হস্তান্তর করুন।

১১। প্রতিবাদী নং ১ ২০১০ সালের শিরোনাম আপিল নং ১২৭-এ বিদ্বান বিচার আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করেছে। ১২ই ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখের রায় ও আদেশ দ্বারা বিদ্বান ১ * * দেওয়ানি বিচারক আদালত (সিনিয়র ডিভিশন) দ্বারা আবেদনটি গৃহীত হয়েছিল এবং মামলাটি নির্দিষ্ট নির্দেশ সহ বিদ্বান বিচার আদালতে প্রেরণ করা হয়েছিল।

১২। রিমান্ডে নেওয়ার উক্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাদীরা ২০১২ সালের এফ. এম. এ নং ৬৭২ নামে একটি আপিল পেশ করেন, যা ২০১৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর এই মাননীয়া আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি করা হয়। প্রথম আপিল আদালতের রায়টি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আদেশের একটি প্রামাণিক অনুলিপি জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে আইন অনুসারে নতুন করে আপিলের সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আপিলটি প্রথম আপিল আদালতে পাঠানো হয়।

১৩. বিদ্বান একক বিচারপতির উক্ত আদেশকে ১ নং বিবাদী কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল কিন্তু বিশেষ ছুটি পিটিশনটি পক্ষগুলিকে আইন ও তথ্যের সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করার স্বাধীনতার সাথে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল যা অন্যথায় তাদের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে যখন প্রথম আপিল আদালত বিষয়টি শুনবে এবং একই সিদ্ধান্ত নেবে।

১৪. সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রথম আপিল আদালত ২০১০ সালের ১২৭ নং শিরোনাম আপিলের সিদ্ধান্ত নেয়, যা বিতর্কিত রায়।

১৫. দ্বিতীয় আপিলটি আইনের নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের উপর গৃহীত হয়েছিলঃ-

১. নীচের উভয় বিদ্বান আদালতই ন্যায়সঙ্গত ছিল কি না এর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের জন্য একটি ফরমান জারি করার সময়

ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইনের ৬৯ (১) ধারার অধীনে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে একটি অনিবন্ধিত অংশীদারিত্ব সংস্থা কর্তৃক দায়ের করা উচ্ছেদের মামলায় বিদ্বান বিচার আদালত দ্বারা বা বিদ্বান প্রথম আপিল আদালতের আপিলের মাধ্যমে বিবাদী/আপিলকারীকে নিশ্চিত করে?

২. নীচের উভয় আদালতের বিদ্বান বিচারপতিরা ১০ অনুচ্ছেদে বাদীপক্ষের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে মামলাটির রায় দিতে পারতেন কি না, যা জোর দিয়ে বলে যে, বর্তমান আপিলের কার্যধারার কারণ ২০০৩ সালের ১৯৩ নং মালিকানা মামলার ১৫.১২.২০০৯-এ পাস হওয়া ফরমানটির উপর ভিত্তি করে, যা ২০১৫ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরউচ্চ আদালত দ্বারা বাতিল করা হয়েছিল, দ্বিতীয় আপিলটি ছিল ২০১৩ সালের এসএলপি (গ) ২৯১০৩/২০১৫ -তে সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা হস্তক্ষেপ করা হয়নি ১৬.১০.২০১৫ তারিখের আদেশ দ্বারা নাকি?

১৬. আপীলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী শ্রী মালয় ধর এই বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করে বলেন যে, ২০১০ সালের ৪৮ নং মালিকানা মামলাটি মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে লাইসেন্সধারী হিসাবে উচ্ছেদের জন্য দায়ের করা হয়েছিল এবং ২০০৩ সালের ১৯৩ নং মালিকানা মামলায় ঘোষিত রায়টি মামলার পদক্ষেপের কারণের ভিত্তি ছিল। যদিও ২০০৩ সালের ১৯৩ নং মালিকানা মামলায় প্রদত্ত রায়কে আপিলের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, কিন্তু ২০১০ সালের ৪৮ নং মালিকানা মামলার বাদী উক্ত বিষয়টি প্রকাশ করেননি এবং এইভাবে আদালতকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। যদিও বাদী মামলা নং মালিকানা মামলার রায় এবং ফরমান পেতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।২০১০-এর ৪৮ নং ধারাটি প্রথম আবেদনে বিপরীত হয় কিন্তু ২০১৫-এর এস. এ ১২৯ নং ধারায় দ্বিতীয় আবেদনে উভয় পক্ষের রায় বাতিল করা হয়। নীচের আদালতগুলি বাতিল করা হয়েছিল।

১৭। এরপর ২০১৫ সালের এস. এ. ১২৯-এ গৃহীত এই মাননীয়া আদালতের রায়কে মাননীয়া সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং মাননীয়া সুপ্রিম কোর্ট ২০১৫ সালের ২৯১০৩ নং বিশেষ অনুমতির আবেদনটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করেঃ-

"আমরা অভিযুক্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করার কোনও কারণ দেখছি না। সেই অনুযায়ী বিশেষ অনুমতির দ্বারা আবেদন খারিজ করা হয়।

আবেদন, যদি থাকে, তাও নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

এই আদেশটি তবে আবেদনকারীদের আইন অনুসারে এই জাতীয় অন্যান্য ত্রাণ চাইতে বাধা দেবে না যার মধ্যে একটি বিলুপ্তির মাধ্যমে অংশীদারিত্বের , যদি তা এখনও বজায় থাকে, এবং হিসাব প্রদানের জন্য।

১৮। শ্রী ধরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, ২০০৩ সালের ১৯৩ নং শিরোনামের মামলায় ঘোষিত রায় ও ফরমান অনুযায়ী বাদীকে মামলা প্রাঙ্গণ থেকে লাইসেন্সধারী হিসাবে উচ্ছেদের মামলাটির কারণ উত্থাপিত হয়েছিল। ২০০৩ সালের ১৯৩ নং মালিকানা মামলাটি খারিজ করে, বিবাদীর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা হয় এবং তিনি ঋষভ বিল্ডারদের অন্যতম অংশীদার হয়ে ওঠেন। ২০০৩ সালের ১৯৩ নং মালিকানা মামলা খারিজ হওয়ার পরে এবং এর ফলে অংশীদারদের মধ্যে একজন হিসাবে বিবাদীর অবস্থান পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পরে, প্রথম আপিল আদালতের ২০১০ সালের ৪৮ নং মালিকানা মামলাটি খারিজ করা উচিত ছিল।

১৯. শ্রী ধর আরও বলেন যে, বিচার আদালত আসামীকে উচ্ছেদের মামলায় অংশ নিতে না দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুতর ভুল করেছে। বিবাদী তার উপস্থিতিতে প্রবেশ করার পরে এবং আবেদনের অনুলিপি দেওয়ার জন্য আবেদন করার পরে, বিদ্বান বিচারিক আদালতের কোনও কারন ছিল না এই ধরনের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার ।

২০ এই ধরনের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে আপিলকারীর বিদ্বান কৌঁসুলি শ্রী ধর, প্রত্যর্থী নং ২-এর বিদ্বান কৌঁসুলি জমা দিয়েছেন যে সমন-এ নির্দেশিত হিসাবে বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বিবাদী উপস্থিত হননি। পরবর্তীকালে, মামলাটি একপক্ষীয় শুনানির জন্য পোস্ট করা হলে বিবাদী উপস্থিত হন। তবে, বিবাদী আদেশের অধীনে কোনও আবেদন দায়ের করেননি [দেওয়ানি কার্যবিধির IXবিধি ৭ তারিখটিতে তার উপস্থিত না হওয়ার জন্য ভাল কারণ দেখানোর জন্য। অতএব, বিদ্বান বিচারিক আদালত একতরফা শুনানির জন্য মামলা পোস্ট করার ক্ষেত্রে একেবারে ন্যায়সঙ্গত ছিল।

২১ শ্রী গুপ্তের মতে, দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের পঞ্চম আদেশ বা নবম আদেশের বিধান লঙ্ঘন করে বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি তার চূড়ান্ততায় পৌঁছেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, এই মামলায় পুনরায় খোলা যাবে না। ২০১০ সালের ৪৮ নং টাইটেল স্যুট-এ বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত একপক্ষীয় উচ্ছেদের আদেশটি বিবাদী দ্বারা ২০১০ সালের ১২৭ নং টাইটেল আপিল-এ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক মামলাটি পুনরায় বিচারের জন্য রিমান্ডে নেওয়ার আদেশটি ২০১২ সালের ৬৭২ নং এফ. এম. এ-তে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং মহামান্য বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তাঁর প্রভুত্ব হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল

> *"প্রথম বিবাদী অভিযুক্ত আদেশ থেকে কোনও আপিল বা ক্রস-আপত্তি পছন্দ না করলে, কোডের আদেশ ৪১ বিধি ২২-এর প্রযোজ্য অঙ্গ প্রথম বিবাদীকে এই আপিল চলাকালীন কোনও ভিত্তি প্রচার করার অনুমতি দেবে না যা বাদীকে আরও খারাপ করে তুলতে পারে বন্ধের চেয়ে তারা এই আবেদনটি পছন্দ করেনি। "*

২২। ২০১২ সালের এফ. এম. এ ৬৭২ অনুমোদিত হয়েছিল এবং বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালতের রায় এবং আদেশ বাতিল করা হয়েছিল এবং আপিলটি নতুন বিচারের জন্য রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল।

এটিকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং স্পেশাল লিভ আবেদন খারিজ হওয়ার পরে, ২০১২ সালের এফ. এম. এ নং ৬৭২-এর আদেশ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল। অতএব, সমন জারি করার বিষয়টি বা দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের আদেশ IX-এর অধীনে কোনও কার্যধারা থেকে উদ্ভূত বিষয়টি স্থগিত করা হয়েছিল। অতএব, বিবাদী দ্বিতীয় আবেদনে সেই বিষয়গুলি উত্থাপন করতে পারে না।

২৩। শ্রী গুপ্তের মতে, মামলাটি এমন এক সময়ে দায়ের করা হয়েছিল যখন বাদী আসামীর দায়ের করা আবেদন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। শ্রী গুপ্তের যুক্তি ছিল যে দেওয়ানি কার্যবিধির ১১ ধারার অধীনে পুনর্বিবেচনার নীতিটি মামলার বিভিন্ন পর্যায়ে একই কার্যধারায় প্রযোজ্য। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী গুপ্ত ১৯৬৪ সালের **এ. আই. আর এস. সি ৯৯৩-তে অর্জুন সিং বনাম মোহিন্দ্র কুমারের** মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তাঁর নির্ভরতা স্থাপন করেছেন।

২৪। ১ নং উত্তরদাতার আইনজীবী কুশল চ্যাটার্জি বলেন, ২০১৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ২০১৫-র এসএলপি নং ২৯১০৩-এ সুপ্রিম কোর্টের রায়ে প্রতিবাদীকে ঋষভ বিল্ডারস স্টাইলে ফার্মের অংশীদার পদে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। অংশীদার হিসাবে তাকে ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। অংশীদারিত্ব আইনের ৬৯ (৩) ধারা কোনও অংশীদারকে অংশীদারদের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি দেয় না।

২৫। অতএব, বিবাদীর মামলা ছেড়ে দেওয়া এবং মামলায় থাকা সম্পত্তি খালি করা এবং ফার্মের ব্যবহারের জন্য আত্মসমর্পণ করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এটি আরও জমা দেওয়া হয়েছে যে, ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ ৪১ বিধি ৩৩-এর বিধান আহ্বান করে, আদালত অনুরোধ অনুযায়ী প্রতিকার গঠন করতে পারে, অন্যথায় এটি অংশীদারিত্ব আইন-এ বর্ণিত আইনের বিধানকে পরাজিত করবে ।

২৬। মামলার উপস্থিত তথ্য থেকে, এটি স্বীকার করা হয় যে বাদীরা যে মামলা দিয়ে আসামীদের উচ্ছেদের জন্য ফরমান পেয়েছিলেন তার জন্য পদক্ষেপের কারণ ছিল ২০০৩ সালের শিরোনাম মামলা নং ১৯৩-এ গৃহীত রায় এবংফরমান । যদিও এই ফরমানটি প্রথম আপিল আদালত দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রায়টি ২০১০ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ১২৭-এ এই মাননীয় আদালত দ্বারা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল এবং বাদীর দ্বিতীয় আপিলের রায়টি বাতিল করার প্রচেষ্টা বিশেষ অনুমতির আবেদনের আবেদনকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রত্যাখ্যান করার প্রচেষ্টা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল দিতে ব্যর্থ হয়েছিল কারণ মাননীয় শীর্ষ আদালত বিশেষ অনুমতির দ্বারা আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছিল।

২৭। শুনানির সময় এটি নির্দেশ করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে এটি স্বীকার করা হয় যে এই আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন আসামীকে মামলা সম্পত্তির অংশ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। যদিওজনাব চ্যাটার্জী যুক্তি দিয়েছিলেন যে আপিলটি অনুমোদিত হলে এটি এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করবে যা অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ অনুমোদন করে না। বিবাদী তার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণ চাইবে এবং এটি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। অংশীদার হিসাবে বিবাদীটির ফার্মের সম্পত্তি ব্যবহার করার কোনও অধিকার নেই।

২৮. আপিলে এই ধরনের ফরমান খারিজ হওয়ার পরে একপক্ষীয় ফরমান অনুসারে আপিল বিচারাধীন থাকাকালীন বিবাদীকে উচ্ছেদ করা হলে বিবাদী উপযুক্ত আদালতে দেওয়ানি কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে স্বস্তি চাইতে পারে। কিন্তু সেই কারণে মামলাটি বজায় রাখার জন্য কোনও পদক্ষেপের অভাবে অভিযুক্ত আদেশটি বজায় রাখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, যদি বিষয়টি দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ VI। বিধি ১১-এর অধীনে বর্ণিত বিধানের আলোকে বিবেচনা করা হত, তবে অভিযোগটি পদক্ষেপের অভাবে প্রত্যাখ্যান করা হত।

২৯. শ্রী ধর, বিদ্বান আইনজীবী বিতর্কিত রায়কে আক্রমণ করেন, এই ভিত্তিতে যে এর থেকে বোঝা যায় যে প্রথম আপিল আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে

দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের আদেশ ৫ বিধি ১৯ লঙ্ঘন করে একপক্ষীয় আদেশ জারি করা হয়েছে। এখন যেহেতু বিতর্কিত রায় বেঁচে থাকার জন্য কোনও প্রাণশক্তিহীন বলে মনে করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আলোচনা নিছক একাডেমিক হবে।

৩০. কিন্তু আমি এটা বলা উপযুক্ত ও সমীচীন বলে মনে করি যে, একবার বিবাদী মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিদ্বান বিচার আদালতের সামনে হাজির হলে, বিদ্বান বিচার আদালতের উচিত ছিল বিবাদীকে কার্যধারায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া, লিখিত বিবৃতি দাখিল করে অভিযোগের উত্তর দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ বা প্রসারিত না করে, বিদ্বান বিচার আদালতের উচিত ছিল বিবাদীকে যোগদানের অনুমতি দেওয়া, যে পর্যায় থেকে তিনি ঘড়ির কাঁটার হাত পিছন দিকে যেতে না দিয়ে অংশ নেওয়ার মন প্রকাশ করেছিলেন। এই বিষয়ে আমরা লাভের সাথে **সংগ্রাম সিং বনাম নির্বাচন ট্রাইবুনেলের** রায় পুনর্বিবেচনা করতে পারি এ আই আর ১৯৫৫এস সি ৪২৫ , যেখানে মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত আদেশ দিয়েছে :-

> *২৫। এখন আর. ৬ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং প্রথম শুনানিতে এর প্রভাব পরীক্ষা করতে হবে। যখন বাদী উপস্থিত হন এবং মামলাটি শুনানির জন্য ডাকা হয় তখন বিবাদী উপস্থিত না হন, যদি এটি প্রমাণিত হয় যে সমন যথাযথভাবে জারি করা হয়েছিল*
>
> *"(a)..... আদালত 'প্রাক্তনপক্ষ' অগ্রসর হতে পারে" পুরো প্রশ্ন হল, এই শব্দগুলোর অর্থ কী? এ নিয়ে বিচার বিভাগীয় মতামত তীব্রভাবে বিভক্ত। একপাশে ওয়ালেস দ্বারা উত্থাপিত দৃশ্য, বিচারপতি 'এআইআর ১৯২৫ ম্যাড ১২৭৪ (জ) তে, সেই 'প্রাক্তন অংশ' শুধুমাত্র অন্য পক্ষের অনুপস্থিতিতে বোঝায় এবং অন্যদিকে ও'সুলিভান বিচারপতি -এর দৃষ্টিভঙ্গি, এআইআর ১৯৪৫ সিন্ধ ৯৮ এ পি. ১০২ (ঘ), এর মানে হল যে আদালত এগিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতায় রয়েছে বিবাদী ব্যতীত কার্যধারার সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত যদি না আসামী তার উপস্থিতির জন্য উপযুক্ত কারণ না দেখায়। অবশিষ্ট সিদ্ধান্ত, এবং তাদের মধ্যে অনেক আছে, এই দুটি মতামত এক বা অন্য গ্রহণ।*
>
> *২৮। তারপর আসে বিধি. ৭ যা প্রদান করে যে যদি 'একটি স্থগিত' এ শুনানি আসামী উপস্থিত হয় এবং তার "পূর্ব অনুপস্থিতির" জন্য ভাল কারণ দেখায়*

উত্তরে তাকে শুনানো যেতে পারে "যেন সে তার উপস্থিতির জন্য নির্ধারিত দিনে হাজির হয়েছিল।" এর অর্থ এই নয়, যেমন কিছু বিদ্বান বিচারক করেছেন যে, তিনি যদি ভাল কারণ না দেখান তবে তাকে আদৌ উপস্থিত হতে দেওয়া হবে না। এর অর্থ শুধু এই যে, যদি তিনি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে তাকে যে পদে অধিষ্ঠিত হতেন, সেখানে তাকে অবনমিত করা যাবে না।

২৯। আমরা মুলতুবি শুনানির দিকে ফিরে যাই যা ধারা ১৭, বিধি ১ (১)-এ আলোচনা করা হয়েছে, যা আদালতকে ভারবহন স্থগিত করার ক্ষমতা দেয় এবং যখনই এটি তা করে তখন তাকে অবশ্যই মামলার পরবর্তী শুনানির জন্য একটি দিন নির্ধারণ করতে হবে, ব্যতীত যে একবার সাক্ষ্যের শুনানি শুরু হয়ে গেলে উপস্থিত সমস্ত সাক্ষীদের পরীক্ষা না করা পর্যন্ত এটি অবশ্যই প্রতিদিন চলতে হবে, যদি না আদালত বিবেচনা করে যে, লিখিতভাবে নথিভুক্ত করার কারণগুলির জন্য, আরও মুলতুবি হওয়া প্রয়োজন।

তারপর নিয়ম ২ অনুসরণ করে -

"যেদিন মামলার শুনানি স্থগিত করা হয়, সেই দিন পক্ষগুলি বা তাদের মধ্যে যে কেউ উপস্থিত হতে ব্যর্থ হলে আদালত ৯ নং ধারা দ্বারা নির্দেশিত কোনও একটি পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে বা অন্য কোনও আদেশ দিতে পারে যা সে উপযুক্ত বলে মনে করে"

৩০। এখন বিধি ২ কেবল তখনই প্রযোজ্য হয় যখন এক বা উভয় পক্ষ 'স্থগিত শুনানির জন্য' নির্ধারিত দিনে উপস্থিত না হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালতকে 'যথাযথ মনে করে এমন আদেশ' দেওয়ার অতিরিক্ত ক্ষমতা সহ আদেশ. ৯-এর কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। যখন এটি আদেশ. ৯-এ ফিরে যায় তখন এটি দেখতে পায় যে এটি আবার স্থগিত শুনানিতে 'একপক্ষীয়' এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে যেমনটি এটি করেছিল, বা করতে পারত, যদি এক বা অন্য পক্ষ প্রথম শুনানিতে উপস্থিত না হত, অর্থাৎ, <u>'একপক্ষীয়' এগিয়ে যাওয়ার অধিকার একটি অধিকার যা প্রতিদিন জমা হয় কারণ প্রতিটি স্থগিত সময়ে আদালতের শুনানি আদেশ .৯, বিধি. ৬-এ ফিরিয়ে দেওয়া হয়।</u> (এই আদালত জোর দেয়)

এটি ভবিষ্যতের জন্য বন্ধক নয় বরং শুধুমাত্র সেই নির্দিষ্ট শুনানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনও পক্ষকে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং সে নিজে এর সুবিধা নেয়নি। <u>অতএব, যদি কোনও পক্ষ করে যেদিন মামলার শুনানি হবে</u>

স্থগিত করা হয়েছে, "তাকে কেবল প্রথম বা -এ উপস্থিত না হওয়ার কারণে কার্যক্রমে অংশ নেওয়া থেকে বিরত করা যাবে না। অন্য কিছু শুনানি। (এই আদালতের জোর)

৩১.কিন্তু যদিও তার মুলতুবি শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার অধিকার রয়েছে, তবে আদেশ ৯, বিধি ৭ এর হাত ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও অধিকার তার নেই। অতএব, যদি না সে ভাল কারণ দেখাতে পারে, তবে তাকে অবশ্যই আগে যা হয়েছে তা গ্রহণ করতে হবে এবং এ সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

৩১। কিন্তু ঘটনার ক্রমানুসারে দেখা যায় যে আসামী উপস্থিত হয়েছিল, পরে আদেশ পাসের জন্য মামলা পোস্ট করা হয় যুক্তির উপসংহার। ওই পর্যায়ে আসামিপক্ষের দায়ের করা কোনো আবেদনই শিক্ষিত বিচারিক আদালত গ্রহণ করতে পারেনি। এই বিষয়ে আমরা **এ পি এস পি ডি সি এল- এবং এ এম পি, অন্যান্য বনাম এইচ্ এন পি সি এল এবং অন্যান্য** তে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে **পারি (২০২২) ৫ এস সি সি ৪৮৪,** যেখানে এটি আদেশ দেওয়া হয় :-

৯৪। এই প্রসঙ্গে আমরা অর্জুন সিং বনাম মোহিন্দ্র কুমারলে মামলায় এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণগুলি উল্লেখ করব, যদিও এই মামলার সাথে জড়িত বিষয়টি বর্তমান মামলার সাথে জড়িত বিষয়ের থেকে আলাদা, আমরা দেখতে পাই যে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের ("সিপিসি") আদেশ ৯ এবং আদেশ ২০-এর বিধানগুলি ব্যাখ্যা করার সময় এই আদালতের করা পর্যবেক্ষণগুলি থেকে দিকনির্দেশনা চাওয়া উপযুক্ত হবে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশটি এইভাবে পড়েঃ (এআইআর পি. ১০০৪. অনুচ্ছেদ ১৯)

১৯.... বর্তমান প্রসঙ্গে যখন একবার শুনানি শুরু হয়, তখন কোডটি মামলার বিচারের মাত্র দুটি পর্যায় বিবেচনা করেঃ (১) যেখানে শুনানি স্থগিত করা হয়, বা (২) যেখানে শুনানি শেষ হয়। যেখানে শুনানি শেষ হয় সেখানে পক্ষগুলির এই বিষয়ে আর কোনও অধিকার বা বিশেষাধিকার থাকে না এবং এটি কেবল আদালতের সুবিধার জন্য যে আদেশ ২০ বিধি ১ একটি এর পরে রায় দেওয়ার অনুমতি দেয়। শুনানির পর ব্যবধান। অতএব, এটি

অনুসরণ করবে যে আদেশ ৯ বিধি ৭ দ্বারা বিবেচিত পর্যায়টি পাস হওয়ার পরে পরবর্তী পর্যায়টি কেবল একটিফরমান পাস করা হয় যা আদেশ ৯ বিধি ৬-এর শর্তাবলীর ভিত্তিতে আদালত পাস করতে সক্ষম। এবং তারপরে আদেশ ৯ বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদনের মাধ্যমে সেইফরমান টি বাতিল করার জন্য পক্ষের প্রতিকার অনুসরণ করে। সুতরাং রায় সংরক্ষণ এবং রায় ঘোষণার দুটি পর্যায়ের মধ্যে কোনও বিরতি নেই যাতে আদালতের পক্ষে পক্ষকে আদেশ ৯ বিধি ৭-এর আদলে আদেশ পাস করার প্রতিকার প্রদান করা প্রয়োজন হয়। অতএব, আমরা মনে করি যে বিচারক আদেশ ৯ বিধি ৭-এর অধীনে বলে মনে করা ৩১-৫-১৯৫৮ তারিখের আবেদনটি গ্রহণ করতে সক্ষম ছিলেন না এবং ফলস্বরূপ গৃহীত আদেশে প্রদত্ত কারণগুলি আপিলকারীর দ্বারা দায়ের করা আদেশ ৯ বিধি ১৩-এর অধীনে আবেদনের শুনানি রোধ করার জন্য বিচারযোগ্য হবে না।

৩২। জনাব কুনাল চ্যাটার্জি, উত্তরদাতা নং ১-এর বিদ্বান কৌঁসুলি বলেছেন যে যখন স্বীকারযোগ্যভাবে যে সম্পত্তিটি প্রশ্ন করা হয়েছে তা কোনও পক্ষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, এটি ফার্মের অন্তর্গত এবং শেষ পর্যন্ত বিক্রি করা হবে, তখন আপিলকারী/বিবাদীকে দেওয়ানি প্রসিডিউর কোডের আদেশ ৪১ বিধি ৩৩-এর বিধান আহ্বান করে অংশীদারিত্ব ফার্মের কাছে সম্পত্তির দখল সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। কোনও অংশীদারের ফার্মের সম্পত্তি উপভোগ করার কোনও অধিকার নেই।

৩৩। শুনানির সময়, এই আদালতকে বলা হয় যে পক্ষগুলির মধ্যে অংশীদারিত্ব বিলুপ্তির জন্য একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে যা ২০১৫ সালের মামলা নং ৫৮। বিবাদীকে সম্পত্তি খালি করার নির্দেশ দিয়ে স্বস্তি তৈরি করার জন্য শ্রী চ্যাটার্জির বক্তব্যের বর্ণালীতে নিজেকে আবদ্ধ করার কোন কারণ খুঁজে পাই না, রায় একপাশে সেট করা সত্ত্বেও এবং

বিবাদীর উচ্ছেদের কার্যধারায় বিজ্ঞ ফার্স্ট আপিল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্তফরমান, এটি ন্যায়বিচারের উপহাসের সমান হবে।

৩৪। ২০০৩ সালের মালিকানা মামলা নং ১৯৩-এ রায় ও ফরমান পাসের ভিত্তিতে যখন উচ্ছেদের জন্য মামলা আনার কারণ উত্থাপিত হয় এবং দ্বিতীয় আবেদনে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়, তখন এমনকি বিশেষ অনুমতির দ্বারা আবেদনও গৃহীত হয়নি, এই ধরনের ভিত্তির উপর নির্মিত দুর্গটি গুহায় আবদ্ধ হতে বাধ্য।

৩৫। ফলস্বরূপ আপিলটি সফল হয়। মুলতুবি থাকা আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৩৬। ২০১০ সালের মালিকানা আপিল নং ১২৭-এ স্বীকৃত প্রথম আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয়েছে। ২০১০ সালের মালিকানা মামলা নং ৪৮ খারিজ করা হয়েছে।

৩৭. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

৩৮. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর দলগুলোর কাছে উপলব্ধ করা উচিত।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly